অর্ধ বার্ষিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সমিতি'র (বিএসটিডি) উদ্যোগে **Modern Training Methods for Implementation of Vision 2041 and Smart Bangladesh শীর্ষক প্রবন্ধের ওপর** অর্ধ-বার্ষিক সেমিনার ২৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ বেলা **১১:৩০** টায় সমিতির নিজস্ব কার্যালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিএসটিডির সম্মানিত সভাপতি **জনাব এম জানিবুল হক**। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন **জনাব এম খায়রুল কবীর, মহাসচিব**, বিএসটিডি। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়।

এ সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন **জনাব দেওয়ান সাঈদুল হাসান,** অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও নির্বাহী সদস্য, বিএসটিডি এবং **বেগম নিলুফার আহমেদ করিম,** ফ্রিল্যান্স জেন্ডার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং স্পেশালিষ্ট ও নির্বাহী সদস্য, বিএসটিডি।

প্রবন্ধকার **জনাব দেওয়ান সাঈদুল হাসান** স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উক্তি Every citizen will be skilled in using technology, economic activities will run through using technology, government will be (technologically) smart. And the whole society will be (technologically) smart তুলে ধরে প্রবন্ধ উপস্থাপন শুরু করেন।

প্রবন্ধকারগণ **Modern Training Methods forImplementation of Vision 2041 and Smart Bangladesh** শীর্ষক বিষয়ের ওপর পালাক্রমে এর ভূমিকা, প্রশিক্ষণ ও এর গুরুত্ব, ট্রেইনিং সাইকেল, ট্রেইনিং এবং শিক্ষার পার্থক্য, ট্রেইনিং এবং উন্নয়নের পার্থক্য, প্রশিক্ষণের ধরন, উইবিনার্স, ই-লার্নিং, অন দ্যা জব ট্রেইনিং, মোবাইল লার্নিং, মাইক্রোলার্নিং, ডিসিটাল এ্যাডপশন প্ল্যাটফর্মস, ভিশন- ২০২৪১, পিলার্স অব স্মার্ট বাংলাদেশ, অ্যাকশন প্লানস ফর স্মার্ট বাংলাদেশ ২০২১, বেনিফিটস এবং চ্যালেঞ্জ এবং স্মার্ট ট্রেইনিং সলুশানস ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য উপস্থপান করেন।

প্রবন্ধকার বলেন ২০২২ সালের ২৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২২তম জাতীয় সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্য চারটি ভিত্তি প্রয়োজন- **''স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি''**। আর এ সবগুলো ভিত্তির জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত ও দক্ষ জনবল। ২০২৩ সালের মধ্যে জাতিসংঘের উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উন্নত বিশ্বে সামিল হওয়ার আকাংখা বাস্তবায়নের জন্য সকল স্তরের জনতার উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ। এ জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন উপযুক্ত প্রায়োগিক ও কারিগরি শিক্ষা এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ।

প্রবন্ধ পাঠ শেষে সেমিনারের সভাপতি জনাব এম জানিবুল হক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণকে উপস্থাপিত বিষয়ের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

অত:পর পঠিত প্রবন্ধের ওপর মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে ড. সৈয়দ নকীব মুসলিম, জনাব মোঃ সেলিমুজ্জামান, জনাব আবুল বাসার, ড. মোঃ মাইন, ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ, বেগম নূরুন নাহার, ড. এম কামাল উদ্দীন জসীম, ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল এবং জনাব মোঃ মমিনুর রহমান প্রমুখ।

সভাপতি মহোদয় জনাব এম জানিবুল হকের বক্তব্যঃ বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন আজকের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে প্রচুর অর্থের ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন দুনিয়াটা এখন কম্পিউটারাইস্ড হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তিনি কোলকাতার একটি অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন এমন এক সময় আসবে যখন কম্পিউটার আমাদের শেখাবে। তিনি আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স সূচক আলোকপাত করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন সরকার সেভাবে কাজ করছেন, তাতে মনে হয় ২০৪১ এর আগেই বাংলাদেশ "স্মার্ট বাংলাদেশ" হতে পারে।

সর্বশেষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে এবং আগামীতে অনুষ্ঠেয় প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আহবান করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।